ঢাকার মহাসমাবেশে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সহস্রাধিক নেতাকর্মী

নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত করতে মাসুদ অরুনের লেখা গান প্রকাশ করল বিএনপি মিডিয়া সেল ক্ষমতাসীন দল ও প্রশাসনের নানা ধরণের বাধা পেরিয়ে অবশেষে ঢাকা পৌঁছেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহস্রাধিক নেতাকর্মী।

২৮ অক্টোবরের এই বহুল আলোচিত সমাবেশে যোগ দিতে গত দুই দিনে নেতাকর্মীরা বিভিন্ন গ্রুপের বিভক্ত হয়ে ঢাকায় পৌঁছেছেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো মেহেরপুর থেকেও গত কয়েকদিনে প্রায় হাজার খানিক নিবেদিত প্রান নেতাকর্মী গত কয়েকদিন ধরেই ঢাকায় জড়ো হয়েছেন বলে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সূত্রে জানা গেছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদের বলেন, ‘এই সমাবেশে বিএনপি নেতাকর্মীদের অংশগ্রহণ নস্যাৎ করতে পুলিশ ও সরকারি দলের পক্ষ থেকে সৃষ্ট নানা বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্যদের। পুলিশ ও আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা নেতাকর্মীদের বাড়ি বাড়ি যেয়ে হুমকি দিয়ে এসেছে সমাবেশে যাওয়ার জন্য। পাড়া মহল্লার চায়ের দোকানগুলোতেও যেয়ে হুমকি ধামকি দেয়া হয়েছে। ঢাকা আসার পথেও বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড দিয়ে তল্লাশি করে পথে পথে হয়রানি করা হয়েছে।’

মাসুদ অরুন আরো বলেন, সমাবেশ আগত নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত করতে আমার লেখা ও নচিকেতা চক্রবর্তীর গাওয়া ‘রণ ধ্বনি’ গানটি কেন্দ্রীয় বিএনপির মিডিয়া সেল অফিসিয়াল ভাবে প্রকাশ করেছে।

সাড়া না পেলেও রাজনৈতিক দলগুলোকে নিরন্তর আহবান জানিয়ে যাব- সিইসি

সিইসি হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, বর্তমান কমিশন দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে একাধিকবার সংলাপ করলেও বিএনপি তাতে সাড়া দেয়নি।

বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের সম্মেলন কক্ষে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সম্পাদকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার শুরুতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, “আন্তরিকভাবে আমরা চাই, রাজনৈতিক পরিবেশ অনুকূল হয়ে উঠুক। আমাদের আরাধ্য কর্মটা সহজ হোক। সেজন্য আমরা নিরন্তর আহবান করে যাচ্ছি।”

সিইসি বলেন, সেখানে (সংলাপ) যেসব দল আসতে চাননি, তাদের প্রতি আমাদের বিনীত আবেদন ছিল, সংলাপে আসুন। সেজন্য আমরা আধা সরকারি পত্র দিয়েও অনানুষ্ঠানিকভাবে তাদেরকে আলোচনায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। বলেছিলাম, অন্তত একটু চা খেতে আসেন। আমরা কিন্তু সাড়া পাইনি। আমরা দেখাতে চেয়েছিলাম, আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করছি।

তিনি বলেন, তাদের যে রাজনৈতিক স্ট্রাটেজি, সেটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। আমরা স্পষ্ট করে জানিয়েছি, প্রতিটা রাজনৈতিক দল ও জোটের তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক কৌশল থাকতে পারে, সেটা তাদের নিজস্ব ইস্যু। নির্বাচন কমিশন সেখানে অনাধিকার চর্চা করবে না। হাবিবুল আউয়াল বলছেন, সাড়া না পেলেও তারা রাজনৈতিক দলগুলোকে ‘নিরন্তর’ আহ্বান জানিয়ে যাবেন।

“আপনারা আসেন, সমস্যার সমাধান হোক অথবা মাঠে আপনারা বিরাজমান সংকটগুলো নিরসন করুন”-যোগ করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানী খাতের উন্নয়নে ৪০০ মিলিয়ন ইউরোর চুক্তি

ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (ইআইবি) এবং বাংলাদেশ দেশের বিদ্যুৎ খাতের টেকসই সবুজ রূপান্তরে অবদান রাখতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের জন্য ৪০০ মিলিয়ন ইউরোর চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এটি দেশের জলবায়ু প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা পূরণের লক্ষ্যেও করা হয়েছে।

আজ বুধবার (২৫ অক্টোবর) ব্রাসেলসে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এসময় ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেয়েন এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামে ইইউ ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে একটি নতুন অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতা চুক্তির বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন।

চুক্তি অনুযায়ী, ৩৫০ মিলিয়ন ইউরো নবায়নযোগ্য জ্বালানীখাতে প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং বিনিয়োগসহ ৪৫ মিলিয়ন ইউরোর সহায়তা প্যাকেজ দ্বারা পরিপূরক। এর মধ্যে, ১২ মিলিয়ন ইউরোর গ্রিন এনার্জি ট্রানজিশন প্রকল্প, যার মধ্যে ৭ মিলিয়ন ইউরো জার্মানির সহ-অর্থায়নে পরিচালিত হবে। এর লক্ষ্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সবুজ শক্তি রূপান্তরকে সহজতর করার জন্য নীতি, আইনী কাঠামো এবং বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরিতে কাজ করা।

প্রকল্পগুলো মূলত ইউটিলিটি স্কেল সৌর ফোটোভোলটাইক এবং উপকূলীয় বায়ু প্রকল্প এবং সম্ভাব্য শক্তি স্টোরেজ সিস্টেমের সমন্বয়ে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে জ্বালানি এবং গ্রামীণ উন্নয়নে সহজলভ্য করতে অবদান রাখবে। এই কার্যক্রম বাংলাদেশে আনুমানিক ৭৫০ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানি সক্ষমতা স্থাপনে অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চুক্তি অনুযায়ী, বিনিয়োগগুলো বিদ্যুৎ বিতরণ এবং বিকেন্দ্রীকরণের উন্নতি করবে, জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সংযোগ এবং স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করবে। কারিগরি সহায়তার অংশ হিসাবে ইইউ একই জমিতে শক্তি উৎপাদন এবং খাদ্য উৎপাদন, সৌর, হাইব্রিড সৌর / বায়ু এবং ব্যাটারির সঙ্গে সৌর একত্রিত করার উপায়সহ প্রকল্প

প্রস্তাবগুলো নিরীক্ষা করতে সহায়তা করবে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সৌর প্রকল্প ও উপকূলীয় বায়ু প্রকল্প জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। গ্রিন এনার্জি ট্রানজিশনের জন্য এই অংশীদারিত্ব একটি বাংলাদেশী আইনি কাঠামো তৈরিতে সহায়তা করবে যা অন্তর্ভুক্তিমূলক সবুজ শক্তি রূপান্তরের জন্য বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে এবং জ্বালানি খাতে প্রফেশনাল নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগও বৃদ্ধি করবে।

গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামে ইইউ এবং বাংলাদেশের মধ্যে শিক্ষা খাতের (৩০ মিলিয়ন ইউরো), শালীন কাজের এজেন্ডা প্রচার, সবুজ নির্মাণ, কার্যকর ডিজিটাল গভর্নেন্স জোরদার এবং দেশের পাবলিক স্পেসে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা রোধে (প্রতিটি ক্ষেত্রে ১০ মিলিয়ন ইউরো) সহযোগিতার জন্য অতিরিক্ত ৭০ মিলিয়ন ইউরোর একটি প্যাকেজ স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তি প্রসঙ্গে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেয়েন বলেন, ‘ইইউ ও বাংলাদেশ ৫০ বছর ধরে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত অংশীদার। এখন, গ্লোবাল গেটওয়ের অধীনে সবুজ রূপান্তরের সুযোগগুলো কাজে লাগাতে আমরা এই অংশীদারিত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ইউরোপীয় কমিশন, ইআইবি এবং বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি সহায়তা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় একযোগে কাজ করবে। এই ৪০০ মিলিয়ন ইউরো বিনিয়োগ বাংলাদেশের জনগণ ও অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমরা বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্পর্ক নিয়ে আলাপ করেছি। আমরা গণতন্ত্র, মূল্যবোধ, মানবাধিকার, আইন নিয়ে আমাদের পরস্পরের ভাবনা তুলে ধরেছি। এই বছর বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের অংশীদারিত্বের ৫০ তম বার্ষিকী। আমরা আনন্দিত যে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়িক অংশীদার।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ই ইউ’র গ্লোবাল গেটওয়ে উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। আমরা ইইউ’র সঙ্গে বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছি। এর মধ্যে আছে ইউরো ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের সঙ্গে ৩৫০ মিলিয়ন ইউরোর চুক্তি। আমাদের সঙ্গে জলবায়ু ও নবায়নযোগ্য জালানি খাতে অংশীদার হওয়ার জন্য আমরা সাধুবাদ জানাই।

এ বছর ইইউ-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০তম বার্ষিকী। এই সময়ে

ইইউ বাংলাদেশের বিশ্বস্ত উন্নয়ন, বাণিজ্য ও মানবিক অংশীদার হয়েছে। গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরাম প্রথমবারের মতো ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বিশ্বব্যাপী সরকারের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ, চিন্তাবিদ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের একত্রিত করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং বিশ্বব্যাপী টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং স্থিতিস্থাপকতা অর্জনের জন্য অবকাঠামোতে বৈশ্বিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে।

গ্লোবাল গেটওয়ে বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগের ব্যবধান হ্রাস এবং ডিজিটাল, জ্বালানি এবং পরিবহন খাতে স্মার্ট, পরিষ্কার এবং সুরক্ষিত সংযোগ বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং গবেষণা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইতিবাচক প্রস্তাব। গ্লোবাল গেটওয়ে কৌশলটি একটি টিম ইউরোপ পদ্ধতির প্রতীক যা ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইইউ সদস্য রাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একত্রিত করে।

একইসাথে, তারা ২০২১ থেকে ২০২৭ সালের মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগে ৩০০ বিলিয়ন ইউরো সংগ্রহ করার লক্ষ্য নিয়েছে, নির্ভরতার পরিবর্তে প্রয়োজনীয় সংযোগ তৈরি করবে এবং বৈশ্বিক বিনিয়োগের ব্যবধান বন্ধ করবে।

এলডিসির পরও জিএসপি প্লাস সুবিধা অব্যাহত রাখার আহ্বান শেখ হাসিনার

এলডিসি থেকে উত্তরণের পরও বাংলাদেশের জিএসপি প্লাস সুবিধা অব্যাহত রাখতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার ব্রাসেলসে ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (ইআইবি) এবং বাংলাদেশ দেশের বিদ্যুৎ খাতের টেকসই সবুজ রূপান্তরে অবদান রাখতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের জন্য ৪০০ মিলিয়ন ইউরোর চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে

তিনি এই আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, প্রায় সবকিছুই ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশকে দিয়েছে যা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভুমিকা রাখছে। আমি আশা করি যে ২০২৬ সালে বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণের পর আমাদের উন্নয়নে সহায়তার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশকে জিএসপি প্লাস সুবিধা দেবে।

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশে আশ্রিত প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য ইইউ’র মানবিক সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। রোহিঙ্গাদের তাদের নিজ দেশে নিরাপদ এবং টেকসই প্রত্যাবর্তনই এই সংকটের একমাত্র সমাধান। আমি খুব দ্রুত এই সংকটের সমাধান খোঁজার জন্য ইইউ’র প্রতি আহ্বান জানাই।

তিনি আরও বলেন, আমরা অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার এবং নিরাপদ ও নিয়মিত অভিবাসনের নিশ্চিতে আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছি। আমরা কৌশলগত বিষয়বস্তু নিয়ে ইইউ’র ভবিষ্যৎ অংশীদার হওয়ার পরিকল্পনা করছি। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আমরা এই নতুন অংশিদারিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি এবং এই সংক্রান্ত একটি চুক্তি শিগগিরই করা হবে। এটি আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটি নতুন দ্বার উন্মোচন করবে।

২৮ অক্টোবর ঢাকায় নৈরাজ্যের পরিকল্পনা করছে বিএনপি-জামায়াত

আগামী ২৮ অক্টোবর নিয়ে উদ্বেগে আছে ঢাকাবাসী। যদিও আইনশৃঙ্খলা রাক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তারা গণমাধ্যম কর্মীদের বলছেন ভয়ের কিছু নেই। তারা সব সময় মানুষের পাশে আছে। কেউ রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করলে সমস্যা নেই। কিন্তু মানুষের জানমাল ক্ষতি করার চেষ্টা করলে তা শক্ত হাতে প্রতিরোধ করা হবে।

কী নিয়ে এত উদ্বেগ, জানতে চাওয়া হয়েছিল পল্টন এলাকার একজন ফুটপাথের ব্যবসায়ীকে। তিনি জানান, তাদের সামনে ভাসছে আজ থেকে ১৭

অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঢাকায় প্রবেশ করতে না পারে। তিনি আরও জানান, রাজধানীর গুরুত্ত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে জলকামান, বেরিকেড, সাঁজোয়া যান, কাঁদানে গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড নিয়ে প্রস্তুত থাকবে আইনশৃংখলাবাহিনী। গণপরিবহনে তল্লাশি চালিয়ে সন্দেহভাজনদের চিহ্নিত করা হবে।

র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈন জানান, ওই দিন পুলিশের পাশাপাশি সক্রিয় থাকবে র্যাব। রাজনৈতিক দলগুলো যাতে শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের কর্মসূচি পালন করতে পারে সে জন্য সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আর ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) প্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ জানান, দিনটিকে ঘিরে নাশকতার আশঙ্কা নেই। যদিও আশঙ্কা ধরে নিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী নানা নিরাপত্তা পরিকল্পনা করে। ২৮ অক্টোবর সব দল যেন নির্বিঘ্নে কর্মসূচি পালন করতে পারে, সেই ব্যাপারে আরও নানা পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

সমাবেশ ঘিরে কোন সহিংসতা করা হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে

বিএনপি জামায়াতের কাছে দেশ নিরাপদ নয়। তারা আগামীতে ক্ষমতায় এলে দেশে হত্যাযজ্ঞ চালাবে, আগামী ২৮ অক্টোবর বিএনপি সমাবেশ ঘিরে কোন সহিংসতা করা হলে সরকার ও দলীয়ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে বললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

বুধবার দুপুরে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণে নব-নির্মিত ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী আরও বলেন, ‘বিরোধীরা যারা দেশের উন্নয়ন চায়নি। যারা দেশে অগ্নিসন্ত্রাসী, গ্রেনেড হামলা, লুটপাট করেছে তারা আবারো একই চিন্তা চেতনা নিয়ে রাস্তায় নেমেছে। তাই আমাদের সাবধান হতে

হবে। আগামী নির্বাচনে আবারো নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনতে হবে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘২৮ অক্টোবর বিএনপি সমাবেশ ঘিরে কোন সহিংসতা করা হলে সরকার ও দলীয়ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিএনপিকে বার বার নির্বাচনে আসার জন্য বার বার আহ্বান করা হচ্ছে। তাদের কোন কর্মসূচীতে বাঁধা দেওয়া হচ্ছে না। তারা জনগণের ক্ষতি করার চেষ্টা করলে আমরা দলীয় ভাবেও প্রস্তুত আছি। আমরা রাজনৈতিকভাবে সবকিছুই মোকাবেলা করবো।’

ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডা: শুভ্রা রানী দেবনাথ’র সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপ্◌িস্থত ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য শফিকুল আজম খান চঞ্চল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়ের সচিব জাহাঙ্গীর আলম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাঃ আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম,অতিরিক্ত সচিব সাইফুল্লাহিল আজম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক ডাঃ রাশেদা সুলতানাসহ স্থানীয় প্রশাসনের নেতৃবৃন্দ। নব-নির্মিত ভবন উদ্ভোধনের আগে আয়োহক ও অতিথিরা মন্ত্রীকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। বিকেলে মহেশপুরের ভৈরবায় ২০ শয্যা হাসপাতালের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী।

ব্রাসেলস সম্মেলন: টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ তারিখ থেকে শুরু হতে যাওয়া গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামের প্রথম বৈঠকে অংশ নিতে বেলজিয়াম রওনা হয়েছেন। এরইমধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) একটি কৌশলগত ও রাজনৈতিক অংশীদারিত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামের প্রথম বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগদান সেই লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ। এবারই এই ফোরাম প্রথমবারের মতো গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করতে বসছে। ফোরামের প্রথম

বৈঠকের প্রতিপাদ্য উল্লেখ করা হয়েছে ‘টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে একসঙ্গে শক্তিশালী হওয়া’।

উল্লেখ্য, চীনের ‘রোড এন্ড বেল্ট ইনিশিয়েটিভ’ এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে ২০২১ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গ্লোবাল গেটওয়ে চালু করে। এর লক্ষ্য ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা।

দুইদিনের এই অনুষ্ঠানে সেনেগাল, নামিবিয়া ও মলদোভাসহ মোট বিশটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানগণ আমন্ত্রিত হয়েছেন। শেখ হাসিনা তাঁদের মধ্যে একজন। বৈঠকে ইইউ এবং জোটের অংশীদার আমন্ত্রিত কয়েকটি দেশের সরকার প্রতিনিধিদের সাথে ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংক (ইআইবি), সংস্কার এবং উন্নয়নবিষয়ক ইউরোপীয় ব্যাংক (ইবিআরডি), বেসরকারি খাত, নাগরিক সমাজ, নেতৃস্থানীয় চিন্তাবিদ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদেরকে একত্রিত করবে।

গ্লোবাল গেটওয়ের অধীনে অবকাঠামো এবং সংযোগ, অভিবাসন, সবুজ জ্বালানি, জলবায়ু পরিবর্তন, সুনীল অর্থনীতি (ব্লু ইকোনমি), সমুদ্র সম্পর্কিত সহযোগিতা, নিরাপত্তা, পারস্পরিক স্বার্থের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক কৌশলগত বিষয় নিয়ে অংশীদারেরা কাজ করবে। ইতিপূর্বে বড় বড় বৈশ্বিক দাতা সংস্থা বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণে অর্থ দিয়েছে, কিন্তু সেগুলো সবসময় টেকসই বা ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারেনি।

বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোনদিকগুলো বলতে গিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় সূত্র বলছে, বাংলাদেশে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি উৎপাদনে সহযোগিতায় জোর দিচ্ছে ইইউ। এরই অংশ হিসেবে ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংক থেকে সৌরবিদ্যুৎ এবং বায়ুবিদ্যুতে বাংলাদেশকে ৩৫ কোটি ইউরো ঋণ এবং সাড়ে ৪ কোটি ইউরো মঞ্জুরি হিসেবে দেওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে। গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামে এ বিষয়ে চুক্তি সই হবে। ব্রাসেলসে বাংলাদেশ দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা বলেন, বাংলাদেশকে দেয়া ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের এটিই প্রথম ঋণ। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এখন বাংলাদেশে আসতে আগ্রহী, একইভাবে আমরাও আগ্রহী। ভালো প্রকল্পের নকশা করতে পারলে আমরা অনেক তহবিল পাবো।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফোরামের উদ্বোধনী অধিবেশন বক্তৃতা করতে পারেন। কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, দুই দিনের এ আলোচনায় গ্লোবাল

গেটওয়ের আওতায় ৮৯ প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে ঘোষণা দেওয়া হবে। এই সফরকালে ৩ বিষয়ের উপর অগ্রাধিকার দিবে বাংলাদেশ- ৩৫ কোটি ইউরো ঋণ ও সাড়ে ৪ কোটি মঞ্জুরি পাওয়ার চুক্তি সই; ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে সম্পর্কের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে আলোচনা। সম্পর্কের পরের ধাপে পারস্পরিক অংশীদারত্বকে উন্নয়ন সহযোগিতা থেকে কৌশলগত সহযোগিতায় উত্তরণ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।

কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকেদের মতে, গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামের ফাঁকে বাংলাদেশের নির্বাচনসহ সুশাসন ও মানবাধিকারের বিষয়ে সরকারের অবস্থান ইউরোপীয় নেতাদের কাছে তুলে ধরার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ব্রাসেলস সফর তাৎপর্যপূর্ণ। এ ছাড়া ইউরোপের বাজারে অগ্রাধিকার বাজারসুবিধা (জিএসপি) ২০২৬ সাল পর্যন্ত পাবে বাংলাদেশের পণ্য।

প্রাথমিক শিক্ষায় বেড়েছে বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা, কমেছে ঝরে পড়ার হার

গত ১৫ বছরে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় ধরণের অগ্রগতি হয়েছে। কমেছে ঝরে পড়া শিশুর সংখ্যা। বেড়েছে ভর্তির হার।

শতভাগ শিক্ষার্থীদের হাতে বছরের শুরুতে নতুন বই পৌঁছে দেওয়া, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখী করতে শিক্ষা উপবৃত্তি ব্যবস্থা চালু করার মত সাফল্য আছে এই দেড় দশকে। প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রম চালু করা ছিলো একটা বড় সাফল্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১২ গুণ। শিক্ষার্থীর পাশাপাশি সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেড়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দেয়া প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, শিক্ষার্থী বাড়ার পাশাপাশি বছরের পর বছর অবহেলিত প্রাথমিক শিক্ষার উন্নযনে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বিপুল সংখ্যক শিক্ষক। আগে যেখানে একটি বিদ্যালয়ের জন্য দুই থেকে তিন জন শিক্ষক ছিলেন

সেখানে এখন শিক্ষক আছেন আনুপাতিক হারে।
ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ২০০৬ সালে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার হাল ছিল করুন। শিক্ষার্থী থাকলে শিক্ষক পাওয়া যেতো না। আবার কোনো কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষক আছেন তো, শিক্ষার্থী নেই। দেশের অনেক প্রত্যন্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়া হতো না বললেই চলে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ইচ্ছামত যাওয়া আসা করতো। অনেক বিদ্যালয়ে মাঠ থেকে শুরু করে শ্রেণিকক্ষের বারান্দা এমনকি শ্রেণিকক্ষগুলোতেও ছিলো গরু-ছাগলের অবাধ যাতায়াত। শিক্ষার পরিবেশ ছিলো না। খেলাধুল হতো না বললেই চলে।

সব মিলিয়ে গত দেড় দশকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার পরিবেশ ফিরে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়সূত্রে জানা গেছে, আওয়ামী লীগের ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী সারাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ নেয়। এরই অংশ হিসেবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন, নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ওয়াশব্লক, নলকূপ স্থাপন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, নতুন বিদ্যালয় নির্মাণ, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার স্থাপন, দুই বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক স্তর চালু করা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ, সহকারী শিক্ষক নিয়োগ, প্রাক-প্রাথমিকের জন্য শিক্ষক পদ সৃজন করা ও শিক্ষক নিয়োগ, সংগীত ও শারিরীক শিক্ষক নিয়োগ, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ, মাল্টিমিডিয়া ও ল্যাপটপ বিতরণ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, স্কুল ফিডিং ও উপবৃত্তি প্রদানসহ নানামুখি কার্যক্রম বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যার প্রায় শতভাগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের এক পরিসংখ্যান বলছে, ২০০৬ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে সারাদেশে সবধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ছিলো ৮২ হাজার ২১৮টি। গত ১৫ বছরে এই সংখ্যা বেড়েছে ব্যাপকহারে। ২০২২ সালে এসে সারাদেশে সবধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে এক লাখ ১৪ হাজার ৫৩৯টি। অর্থাৎ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে ৩২ হাজার ৩২১টি। ১৯৭৩ সালে দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিলো ৩৭ হাজার ৬৭২টি। তারপর আর কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ হয়নি। ২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ হাজার ১৯২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে

জাতীয়করণ করেন।

২০০৬ সালে সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল এক কোটি ৬০ লাখ এক হাজার ৬০৫ জন। ২০২২ সালে এসে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০ কোটি ৫৪ লাখ ৬ হাজার ৯১ জনে। অর্থাৎ গত ১৬ বছরে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১২ গুণ। ২০০৬ সালে যেখানে ছেলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭৯ লাখ ১৯ হাজার ৮৩৭ জন এবং মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮০ লাখ ৮১ হাজার ৭৬৮ জন, সেখানে এই সংখ্যা বেড়ে উন্নীত হয়েছে যথাক্রমে ছেলে এক কোটি ২৪ হাজার ৯৫১ জন এবং মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক কোটি ৫২ লাখ এক হাজার ১৪০ জন।

একইভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বেড়েছে। ২০০৬ সালে ছিল মাত্র ৩৩ হাজার ২৯৬ জন। বর্তমানে এ সংখ্যা ১৫ লাখ ১৭১ জন। শিক্ষার্থীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে শিক্ষকের সংখ্যা। ২০০৬ সালে যেখানে শিক্ষকের সংখ্যা ছিল তিন লাখ ৬৫ হাজার ৯২৫ জন, ২০২২ সালে শিক্ষকের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়েছে হয়েছে ৬ লাখ ২৬ হাজার ৪২ জন।

শেখ হাসিনার এই ১৫ বছরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নতুন করে সংযোজন হয়েছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম। এটা আগে ছিল না। বর্তমানে প্রাক-প্রাথমিকে শিক্ষার্থী আছে ৩৩ লাখ ৮৩ হাজার ৭২৬ জন। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য নিয়োগ দেয়া হয় ৩৭ হাজার ৮৮১ জন শিক্ষক। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হারে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আগে প্রতি ৫২ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে শিক্ষক ছিলেন একজন। বর্তমানে ৩৩ জন জন্য শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন শিক্ষক।

শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার বিষয়টি সরকারকে নানাভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। ২০০৬ সালে দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীর হার ছিল ৫০ দশমিক ৫ শতাংশ। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য বর্তমান সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। ফলে বর্তমানে ঝরেপড়ার হার নেমে এসেছে ১৩ দশমিক ৯৫ শতাংশে। প্রাথমিক শিক্ষায় বর্তমান সরকারের অন্যতম সাফল্য হচ্ছে কোমলমতি শিক্ষার্থীর হাতে শতভাগ নতুন বই তুলে দেওয়া। যা বিগত সময়ে কোন সরকারের আমলেই হয়নি। ২০০৬ সালে যেখানে মোট বিতরণকৃত বইয়ের মধ্যে ৫০ শতাংশ সাদাকালো বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া হত, সেখানে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার

ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রতিবছর বিতরণকৃত বইয়ের শতভাগ রঙিন এবং বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া হয়।

এছাড়াও বর্তমান সরকার প্রত্যেক বছর বিদ্যালয়গুলোতে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করাসহ আরও অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সরকারের এসব পদক্ষেপ শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখি হতে উৎসাহিত করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর ব্রাসেলস সফরে গুরুত্ত্ব পাবে একাধিক বিষয়

আগামীকাল মঙ্গলবার ব্রাসেলস যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট ওরসুলা ভন ডার লিয়েনের আমন্ত্রণে গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামের প্রথম সম্মেলনে অংশ নিতে তিন দিনের সফরে বেলজিয়াম যাচ্ছেন তিনি।

দেশে সাধারণ নির্বাচনের আগ মুহুর্তে প্রধানমন্ত্রীর এই সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের রাজনতিক, অর্থনৈতিক ও মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে দেশ বিরোধী বিভিন্ন মহল ও গোষ্ঠি থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে (ইইউ) যে ভুল বার্তা দেওয়া হয়েছে, যার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সম্পর্কে ইইউ’র মধ্যে একটা নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর সফরের মধ্য দিয়ে তার পরিবর্তন ঘটবে। ইইউ’র সঙ্গে বাংলাদেশের যে পাঁচ দশকের সম্পর্ক, সেটিকে তুলে ধরে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তার অবস্থান তুলে ধরতে পারেন। যার মধ্য দিয়ে বাস্তব ও প্রকৃত চিত্র পাবেন ইইউ নেতারা। প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের মধ্য দিয়ে ইইউ’র সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরো গভীর ও সংহত হবে এবং দেশের ভাবমূর্তি উজ্বল হবে বলে আশা করছেন করছেন সংশ্লিষ্টরা।

সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী আলেক্সান্দার দে ক্রো এবং লুক্সেমবার্গের প্রধানমন্ত্রী জেভিয়ার বেটেলের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন।

শিক্ষা ও গবেষণা, গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল, যোগাযোগের করিডরের মতো বিষয়গুলো গুরুত্ব পাবে। ২৬ অক্টোবর শেষ দিনের আলোচনায় স্বাস্থ্য পণ্য উৎপাদন এবং ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা হবে।

এই সফরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যাচ্ছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

রেমিটেন্স বাড়ছে, ২০ দিনে এলো ১২৫ কোটি ডলার

দেশের অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর সূচক বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ন বা রিজার্ভের অন্যতম প্রধান উৎস প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স বাড়তে শুরু করেছে।

গত সেপ্টেম্বরে নিম্নমুখী সূচকের পর অক্টোবর মাসও শুরু হয়েছিল সেই ধারায়। তবে দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে আশার আলো দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক রবিবার রেমিটেন্স প্রবাহের সাপ্তাহিক যে তথ্য প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যায়, চলতি অক্টোবর মাসে প্রথম ২০ দিনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী প্রবাসীরা ১২৫ কোটি (১.২৫ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছেন।

প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছে ৬ কোটি ২৫ লাখ ডলার। মাসের বাকি ১১ দিনে এই হারে আসলে মাস শেষে মোট রেমিটেন্সের অঙ্ক প্রায় ২০০ কোটি (২ বিলিয়ন) ডলারে গিয়ে ঠেকতে পারে বলে হিসাব বলছে।

সেপ্টেম্বর মাসে প্রবাসীরা ১৩৪ কোটি ৩৬ লাখ (১.৩৬ বিলিয়ন) ডলার দেশে পাঠিয়েছিলেন। প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছিল ৪ কোটি ৪৭ লাখ ডলার। একক মাসের হিসাবে সেপ্টেম্বর মাসের রেমিটেন্স ছিল সাড়ে তিন বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম।

২০২০ সালের এপ্রিলে ১০৯ কোটি ২৯ লাখ (১.০৯ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। এর পর গত সাড়ে তিন বছরে সেপ্টেম্বরের মত এত কম রেমিটেন্স দেশে আসেনি।

২০২০ সালের প্রথম দিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মত বাংলাদেশেও করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। দেশে দেশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় লকডাউন; সব কিছু বন্ধ হয়ে যায়। কমতে শুরু করে রেমিটেন্স। সেই ধাক্কায় ২০২০ সালের মার্চে রেমিটেন্স ১২৭ কোটি ৬২ লাখ ডলারে নেমে আসে। এপ্রিলে তা আরও কমে ১০৯ কোটি ২৯ লাখ ডলারে নেমে আসে।

এর পর থেকে অবশ্য রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়তে থাকে।
শনিবার পর্যন্ত (২১ অক্টোবর) রেমিটেন্সে প্রতি ডলারের জন্য এখন ১১০ টাকা দিয়েছে ব্যাংকগুলো। সে হিসাবে অক্টোবরের ২০ দিনে (১ থেকে ২০ অক্টোবর) ১৩ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা এসেছে; প্রতিদিন এসেছে ৬৮৭ কোটি ৫০ লাখ টাকা।

চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের দ্বিতীয় মাস আগস্টে ১৬০ কোটি (১.৬ বিলিয়ন) ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। প্রতিদিন এসেছিল ৫৬৭ কোটি টাকা।
অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে ১৯৭ কোটি (১.৯৭ বিলিয়ন) ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছিল ৬৯৪ কোটি টাকা।
গত বছরের সেপ্টেম্বরে ১৫৩ কোটি ৯৬ লাখ ডলার রেমিটেন্স দেশে এসেছিল।